ঈমানবৃক্ষ

ঈমান ও তার শাখাসংক্রান্ত প্রামাণ্য ব্যাখ্যাসার

ড. ইয়াসির ক্বাদি
অনুবাদ : মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অবয়বে। দেখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ ধর্মের পথ। তিনিই আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং তাঁর প্রতি নাজিল করেছেন মহিমান্বিত কিতাব আল কুরআন। ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খলিকিন। মহান আল্লাহর নিকট আরজি জানাই, তিনি যেন আমাদের সালাত ও সালাম নবিজির নিকট পৌঁছে দেন।

ঈমান ও তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই নিচের হাদিসটিতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে এসেছে আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর সূত্রে। নবিজি বলেছেন—

الاِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ اَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلَهَ اِلاَ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِيمَانِ -

> ‘ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর সর্বনিম্ন শাখা— রাস্তা থেকে কোনো বস্তু সরিয়ে দেওয়া, যা মানুষের জন্য কষ্টদায়ক। অনুরূপ লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।’

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণিত এ হাদিসটিই এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মূলভিত্তি। হাদিসটি প্রায় সকল বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে। যেমন : বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। বর্ণনার ধারায় বৈচিত্র্য থাকলেও এর মূল আলোচ্য বিষয় ঈমানের শাখাসমূহ। এক বর্ণনায় তার সংখ্যা ৭০টিরও বেশি, অপর বর্ণনায় ৬০টি। তবে ৭০ শাখার বর্ণনাটি সম্ভবত অধিকতর বিশুদ্ধ। হাদিসে بِضْعٌ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যা তিন থেকে নয়-এর মধ্যে যেকোনো একটি সংখ্যাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা ৭৩ থেকে ৭৯ যেকোনো একটি সংখ্যার পরিমাণ হতে পারে।

এ বইয়ের আলোচনা চলবে মূলত এই একটি হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই। যার মাধ্যমে আমরা জানব—

ঈমান কী?

ঈমানের শাখাগুলো কী কী?

ঈমানকে কীভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে?

ঈমানের সুফল ও কল্যাণ কী কী?

মুমিন হওয়ার মানদণ্ড কী?

ঈমানের বিভিন্ন স্তরগুলো কী কী?

ঈমান সম্পর্কিত এ আলোচনায় আমরা অনেকগুলো কিতাবের রেফারেন্স ব্যবহার করব। তবে প্রধানত নির্ভর করব ইসলামি ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কিতাবের ওপর। এর রচয়িতা ইলমুল হাদিসের জগদ্‌বিখ্যাত স্কলার আল হাফিজ আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকি (রহ.)। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে (৪৫৮ হিজরিতে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

বায়হাকি (রহ.) বহু কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর অন্যতম হলো—*আল জামে লি শুআবিল ঈমান*। কিতাবটি আজকাল ৩০ খণ্ডে পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ৩০ খণ্ডের বিশাল কিতাবটির পুরোটাই আবর্তিত হয়েছে এই একটি মাত্র হাদিসের ব্যাখ্যায়। বায়হাকি (রহ.) এখানে ঈমানসংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় পর্যালোচনা হাজির করতে চেয়েছেন। বইটির শিরোনাম 'আল জামে' থেকে সুস্পষ্ট; এটি ঈমানের শাখা-প্রশাখার ওপর একটি বিশদ কিতাব বা এনসাইক্লোপিডিয়া। আক্ষরিক অর্থেই একে গণ্য করা হয় ঈমানের বাস্তবতার ওপর রচিত সর্বকালের সর্ববৃহৎ তথ্যকোষ হিসেবে। ইমাম বায়হাকি (রহ.)-এর আগে ও পরে এ বিষয়ের ওপর এমন বিশাল কিতাব কেউ-ই রচনা করেননি। বইটির রচয়িতা সমগ্র পৃথিবীতে খুবই বিখ্যাত স্কলার হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁর জীবনী আলোচনা এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়। আপনাদের প্রতি পরামর্শ— তাঁর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে কল্যাণ তালাশ করবেন।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর বইটি শুরু করেছেন এই হাদিস দিয়েই, যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি ঈমানের সকল শাখাগুলোর তালিকা প্রণয়ন করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই তালিকায় সর্বসাকুল্যে ঈমানের শাখা দাঁড়িয়েছে ৭৬টি। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ।

ঈমানের প্রতিটি শাখার আলোচনায় তিনি হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন। এজন্য কিতাবটিতে হাদিসের পরিমাণ প্রচুর। সংখ্যায় সেটা প্রায় ১০ হাজারের অধিক। ফলে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কিতাবটির ওপর সুবিচার করা সম্ভব তো নয়ই; আলোচ্য বিষয়ের ওপরও নয়। তবে এই বইয়ের লক্ষ্য হলো— ঈমানের বাস্তবতা ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে যথাসম্ভব পরিমিত আলোচনা করা।

প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বলা হচ্ছে—ঈমানের উপাদান কেবল একটি নয়; বরং সত্তরেরও অধিক। একইভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার

উপায়ও বিস্তর। তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার প্রশস্ত রাজপথের সংখ্যা বিপুল ও বিচিত্র। নিশ্চিতভাবেই এটি আমাদের জন্য সুসংবাদ। কেননা, কারও জন্য একটি ইবাদত খুব কঠিন হলেও অন্যটি হয়তো সহজ। অতএব, কোনো একটি দিক আপনার কাছে কঠিন মনে হলেও হতাশায় হাল ছেড়ে দেবেন না। আল্লাহর নিকটবর্তী হতে আপনার জন্য রয়েছে আরও অসংখ্য পথ; অন্যান্য অনেক কাজ, যা আপনি সহজেই করতে পারেন।

হাদিসটি আমাদের দেখায়—ঈমান হলো মৌখিক সাক্ষ্য, কাজে বাস্তবায়ন এবং হৃদয়ের বিশ্বাস। আর এটাই এই হাদিসের একটি কল্যাণকর দিক। লক্ষ করুন, নবিজি বলেছেন—'ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা রয়েছে।' অথচ উল্লেখ করেছেন মাত্র তিনটি শাখার কথা। প্রথমে বলেছেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ', যা একটি মৌখিক সাক্ষ্য। এরপর বলেছেন—'রাস্তা হতে কোনো বস্তু সরানো, যা মানুষকে কষ্ট দেয়।' উদাহরণস্বরূপ, ধারালো কোনো বস্তু বা পেরেক রাস্তায় পড়ে আছে। এটা তুলে নিয়ে রাস্তাকে নিরাপদ করুন। নবিজির সাক্ষ্যমতে, এই সহজ ও ছোটো কাজটিও ঈমানের একটি শাখা। তৃতীয়ত, তিনি বলেছেন—'লজ্জার অনুভূতি'; আরবিতে যাকে বলা হয় اَلْحَيَاءُ (আল হায়া)। এটি ঈমানের এমন একটি শাখা, যা বিদ্যমান থাকে মুমিনের হৃদয়ে।

সুতরাং ঈমান কেবল একটি বিষয়ের নাম নয়। এতে রয়েছে এমন কিছু, যা আপনাকে বলতে হয়। যেমন—কালিমা। রয়েছে সেসব কিছু, যা আপনাকে করে দেখাতে হয়। যেমন : মানুষকে সাহায্য করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। এমনকী আপনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন, সেসবও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ঈমান একই সঙ্গে আপনার জিহ্বা, হৃদয় ও কাজের দ্বারা বিকশিত হয়।

আলোচ্য হাদিসের অন্যতম তাৎপর্য হলো—ঈমানের কিছু দিক আপনি দেখতে পাবেন না। এটি লুকায়িত। যেমন : কারও লজ্জা আছে কি না তা আপনার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ঈমানের অপর দিকগুলো আবার প্রকাশ্য। ফলে সেসব আপনি দেখতে পারবেন। অতএব, কারও মধ্যে থাকা ঈমানের সকল উপাদান সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই সম্যক অবগত। আবার এমন কিছু উপাদান আছে, যার মাধ্যমে আপনি লোকদের বিচার করতে পারেন। যেমন : ব্যবসায়িক লেনদেন কিংবা বিয়ের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে দেখতে হয় ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্র ও শিষ্টাচার কেমন। কিছু মানদণ্ড এ রকম প্রকাশ্য। আর বাকিগুলোর খবর রাখেন কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

সূচিপত্র

ঈমান ও বৃক্ষ	১৩
ঈমানের তাৎপর্য	১৯
আলোর আলো	২৭
ঈমানের পরিচয়	৩৪
ঈমান বনাম ইসলাম	৪২
ঈমানের ধাপসমূহ (ফাসিক, মুমিন ও মুহসিন)	৪৯
আল্লাহর প্রতি ঈমান (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)	৫৬
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ	৬৪
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	৭১
নবি-রাসূল ও আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস	৭৯
বিচার দিবসের প্রতি ঈমান	৮৯
তাকদিরের প্রতি ঈমান	৯৮
আল হুব্বু ফিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা	১০৫
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	১১২
অজু ঈমানের অর্ধেক	১২০
আল্লাহর প্রতি ভয় ও প্রত্যাশা	১২৬
ঈমানের দশটি শাখার সহজ-সাবলীল আলোচনা	১৩৫
ঈমানের আরও দশটি শাখার সহজ-সাবলীল আলোচনা	১৪৩
ঈমান আনার লাভ	১৫৪
ঈমান হ্রাস ও বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ	১৭১

ঈমান ও বৃক্ষ

‘ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা-প্রশাখা (Branches) রয়েছে’—এই হাদিসটি নিয়ে আমরা ভূমিকা আলোচনা করেছি। শাখা-প্রশাখা (Branches) শব্দটি পরোক্ষভাবে বৃক্ষকে নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও নবিজির বিভিন্ন হাদিসে ঈমানকে প্রতীকী অর্থে বৃক্ষ বলা হয়েছে। যেমন : বুখারি উল্লেখিত ইবনে উমর ﵁ বর্ণিত হাদিসে নবিজি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন—

‘এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যা মুমিনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোমরা কী বলতে পারো, সে বৃক্ষটি কী?’

প্রশ্নটির সাথে সাথে নবিজি সাহাবিদের একটি সূত্র বলে দিলেন— ‘বৃক্ষটি চিরসবুজ’।

সাহাবায়ে কেরাম বৃক্ষটির নাম আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা বললেন—

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলে দিন, সে বৃক্ষটি কী?’

নবিজি তাঁদের জানালেন—

‘খেজুর গাছ হলো সেই বৃক্ষ, যা মুমিনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।’

লক্ষণীয়, নবিজি ঈমান ও একজন মুমিন ব্যক্তিকে তুলনা করছেন চিরসবুজ খেজুর বৃক্ষের সাথে। অন্য একটি হাদিসে নবিজি বলেন—

‘যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ কমলালেবুর মতো, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ আর স্বাদও মিষ্টি। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যা স্বাদে মিষ্টি, কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই।’

অনুরূপ এ হাদিসটিতেও মুমিন ব্যক্তিকে ফলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা গাছ হতেই উৎপাদিত হয়। ঈমান ও বৃক্ষ সম্পর্কিত আলোচনা পবিত্র কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ-

‘তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমা তাইয়্যিবা; যা একটি উত্তম বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় আর শাখা-প্রশাখা আসমান বিস্তৃত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।’ সূরা ইবরাহিম : ২৪, ২৫

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ কালিমা তাইয়্যিবার প্রসঙ্গ টেনে বলছেন—তোমরা কি এই দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো না? অথচ এ কালিমার নমুনা হলো সেই সুন্দর বৃক্ষের মতো, যার মূল সুদৃঢ়ভাবে জমিনে প্রোথিত আর শাখা-প্রশাখাগুলো বিস্তৃত আসমানে। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে এ বৃক্ষ সারা বছর ফল দিয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস ﷺ এই বৃক্ষরূপ কালিমার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন— 'এটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

মহান আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে মানুষকে ঈমানসহ আরও অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, যাতে তারা চিন্তার রসদ খুঁজতে পারে। অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ঈমান সম্পর্কিত আলোচনায় চিরসবুজ খেজুর গাছ তথা সাধারণভাবে বৃক্ষের উল্লেখ সুস্পষ্ট।

ঈমানকে বৃক্ষের উপমায় পেশ করার হিকমাহ

এখন প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের প্রতীকী উদাহরণ পেশ করার হিকমাহ কী? ঈমান ও সুন্দর বৃক্ষের সাদৃশ্যপূর্ণ এ উপমার মধ্যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত আছে?

ইবনে হাজার, আন-নববি, আত-তাবারি (রহ.)-এর মতো বহু বিখ্যাত আলিমগণ এ বিষয়ের ওপর কলম ধরেছেন। ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা-প্রশাখাসংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও আস্ত গ্রন্থও রচনা করেছেন। সেসব রচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরব—

নবিজির ব্যবহৃত উপমাগুলোর মাঝে সবচেয়ে সুস্পষ্ট নমুনা হলো—চিরহরিৎ বৃক্ষ। তিনি বলেছেন, বৃক্ষটির মতো একজন মুমিনও চিরসবুজ। একজন মুমিন ব্যক্তির চিরসবুজ হওয়ার তাৎপর্য কী? কারণ, মুমিন সব সময় আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত ও সচেতন থাকে। আর সবুজ রং আশাবাদ, আত্মবিশ্বাস ও জীবনের প্রতীক।

ধরুন, আপনি মরুভূমিতে হারিয়ে গেছেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করছেন। হঠাৎই দেখতে পেলেন, সামান্য দূরে এক সারি সুন্দর খেজুর গাছ। আপনার মনের অবস্থা তখন সজীবতার তুঙ্গে উঠে যাবে। খুঁজে পাবেন বেঁচে থাকার আশা। আপনি নিরাপদ অনুভব করবেন। মানুষদের নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থল খেজুর গাছের মতো একজন মুমিনও অপরের আস্থার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আপনাকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈবাহিক ইত্যাকার বিভিন্ন সমস্যা জীবনকে সংকটময় করে তোলে। ঈমান এ সমস্যাগুলোর মাঝে আপনাকে দেবে স্থির প্রশান্তি। সমস্ত সমস্যার তীব্র ঝড়ের মাঝে জোগাবে টিকে থাকার শক্তি। এজন্যই মহান আল্লাহ ঈমানকে তুলনা করেছেন এমন বৃক্ষের সাথে, যার শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। এটি জমিনে আপনার মজবুত ভিত্তি প্রস্তুত করবে। আপনি খুঁজে পাবেন জীবনের অর্থ। জীবন হবে অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের আবাস।

ঈমান বনাম ইসলাম

আমরা এ অধ্যায়ে ঈমানসংক্রান্ত ভিন্ন দুটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব। এর প্রথমটি হলো ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক। আর দ্বিতীয়টি হলো— ঈমানের পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক এবং পার্থক্য

চলুন শুরুতেই জেনে নিই ঈমান, ইসলাম ও ইহসানসংক্রান্ত একটি হাদিস— যা হাদিসে জিবরিল হিসেবে প্রসিদ্ধ। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা ﵁-এর সূত্রে।

'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ জনসম্মুক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন—"ঈমান কী?"

নবিজি জবাবে বললেন—"ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিয়ামতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।"

ওই ব্যক্তি আরও জিজ্ঞেস করলেন—"ইসলাম কী?"

নবিজি উত্তর দিলেন—"ইসলাম হলো আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে সালাত প্রতিষ্ঠা, জাকাত আদায়, রমজানে সিয়াম পালন এবং যাবতীয় ইবাদত করা ।"
ওই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—"ইহসান কী?"

নবিজি বললেন—"আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন তাঁকে দেখছেন। আর যদি দেখতে না পান, তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে ঠিকই দেখছেন।"'

হাদিসে উল্লেখিত জনৈক ব্যক্তিটি আর কেউ নন, ছিলেন আল্লাহর বার্তাবাহক স্বয়ং জিবরাইল ﵇। এজন্যই এটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে হাদিসে জিবরিল নামে। হাদিসটিতে তিনটি বিষয় এসেছে—ইসলাম, ঈমান, ইহসান। আমরা মাঝে মাঝে বিজ্ঞ আলিমদের বলতে শুনি, ঈমানের

অবস্থান ইসলামের থেকেও ওপরের ধাপে। আর সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে ইহসান। ঠিক এভাবে—

- সর্বনিম্ন ধাপ—ইসলাম
- দ্বিতীয় ধাপ—ঈমান (ইসলাম থেকে এক ধাপ ওপরে)
- তৃতীয় ধাপ—ইহসান (এটি ঈমান থেকেও ওপরে অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তর)

এখানে সংশয় জাগে—ঈমান কী করে দ্বিতীয় ধাপ হতে পারে, যেখানে ঈমানের স্তম্ভগুলো সকল মুসলিমের জন্য প্রথম ধাপেই দরকার? তা ছাড়া পবিত্র কুরআনে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু' শব্দমালা ব্যবহার করে ৭৫-এরও বেশিবার আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ কি এসব ক্ষেত্রে তাদের সম্বোধন করেননি, যাদের ইসলাম আছে?

এর উত্তর খুবই সহজ। আমাদের বোঝা দরকার, ইসলাম ও ঈমান পরিভাষাদ্বয় পরস্পর সমার্থক কিংবা পরিপূরক হতে পারে। ঠিক রুহ এবং দেহের সম্পর্কের মতো। যখন আমি বলি 'আপনার দেহ', তখন আপনার দেহ ও রুহ উভয়টিই বোঝাই। এক্ষেত্রে দেহ ও রুহকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না। যেমন : আরবিতে 'আনফুসাকুম' দ্বারা রুহ এবং দেহ মিলে একত্রে একটা সত্তাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু যখন বলা হয়—'দেহ দুনিয়ায় থেকে যাবে, রুহ আখিরাতে চলে যাবে', তখন তারা একে অপরের অর্ধেক অর্থ বহন করে।

এভাবে ঈমান ও ইসলাম পৃথক পৃথক স্থানে উল্লিখিত হলে তারা পরস্পর সমার্থক। শব্দ দুটি তখন একই বিষয়কে প্রকাশ করে। ফলে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু' বলার সময় ইসলাম শব্দটির ভিন্ন তাৎপর্য উল্লেখ না থাকলে তখন মোটাদাগে ইসলাম আছে এমন সবাইকে সম্বোধন করা হয়।
প্রত্যেক মুসলিমেরই ইসলাম, ঈমান ও ইহসান থাকতে হবে। সাধারণভাবে মুসলিম পরিচয়টি এই তিন জিনিসের সামগ্রিক সমন্বয়কে ধারণ করে। কিন্তু ঈমান ও ইসলাম শব্দটি যখন একসঙ্গে ক্রমান্বয়ে বা কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়, তখন ঈমান ইসলামের তুলনায় ওপরের ধাপের। আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আরও লক্ষ করুন—
যদি ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একটি অপরটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসে, তখন বাস্তবে তারা সমার্থই বহন করে। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু' বলার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করেন—'ওহে যারা ঈমান এনেছ বা ইসলাম গ্রহণ করেছ।' এখানে যাদের ঈমান কিংবা ইসলাম আছে, সবাইকে একযোগে ডাকা হচ্ছে। ওপরের বা নিচের ধাপ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু' মূলত এখানে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আসলামু'-এর সমতুল্য।
আবার ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় ভিন্ন তাৎপর্যও বহন করে। এর উদাহরণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে—

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْاِیْمَانُ فِیْ قُلُوْبِكُمْ -

‘বেদুইনরা বলল—আমরা ঈমান এনেছি। হে নবি! আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমাদের হৃদয়ে ঈমান এখনও প্রবিষ্ট হয়নি।’ সূরা হুজুরাত : ১৪

আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট, কিছু বেদুইন গোষ্ঠীর লোকেরা শাহাদাহ পাঠ করে নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের ঈমানের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং ইসলাম গ্রহণ করেছ মাত্র। আল্লাহ আদেশ করছেন, নবিজি যেন এটি তাদের জানিয়ে দেন—

لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا-

‘তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।’

লক্ষ করুন, এখানে ঈমান অপেক্ষাকৃত উঁচু ধাপ। আর ইসলামের স্তর তার ঠিক নিচে। ফলে তারা মুসলিম, কিন্তু মুমিন নয়। আরও সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে—

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ-

‘তোমাদের হৃদয়ে এখনও ঈমান প্রবিষ্ট হয়নি।’

তবে এটাও স্মরণ রাখা দরকার, একপর্যায়ে মুসলিম হিসেবে আমাদের একই সঙ্গে ঈমান ও ইহসান চর্চা করতে হবে। সেই অবধি এ তিনটি একই সাথে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। ঈমান ও ইসলাম বিষয় দুটি যে ভিন্ন অর্থও বহন করে, তা পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহেও বিবৃত হয়েছে।